EDUCATION HONOURS

প্রশ্ন ঃ শিক্ষাগত অধ্যয়নের প্রকৃতি এবং পরিধি আলোচনা করো। **১০**

উঃ শিক্ষা বলতে কী বোঝায় এই নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ থাকলেও এটি একটি ক্রমপরিণতির প্রকাশ। এটি হল একটি ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া। বর্তমানে শিক্ষা বিষয়টিকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কারণ বিষয় হিসাবে শিক্ষার স্বতন্ত্র আজ স্বীকৃত। শিক্ষা বলতে বোঝায় এমন একটি বিষয় যা, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ করে সামগ্রিকভাবে জীবনের সাথে যুক্ত হয়। শিক্ষার মধ্যে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। একাধিক জ্ঞানের ক্ষেত্র যথা ঃ মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সংখ্যাতত্ত্ব, শারীরবিদ্যা ইত্যাদি থেকে তত্ত্ব সংগ্রহ করে শিক্ষার অবয়ব গড়ে উঠেছে। এই কারণে শিক্ষাকে বলা হয়– "Interdisciplianery Approach."

শিক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল–

i) শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া ঃ শিক্ষা কার্যটি সমাজেই সম্পাদিত হয়। সমাজের মানুষ সামাজিক প্রয়োজন পূরণের তাগিদে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। সামাজিক আদর্শ ও সামাজিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই শিক্ষা হল একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। এর দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়।

ii) শিক্ষা হল জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া ঃ শিক্ষা হল একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। শিক্ষার লক্ষ্য হল বিকাশ। এই বিকাশ সারাজীবন ধরে চলতে থাকে। তাই শিক্ষাও সারাজীবনব্যাপী চলতে থাকে।

iii) শিক্ষা হল দ্বিমুখী ও ত্রিমুখী প্রক্রিয়া ঃ শিক্ষা হল একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার একদিকে থাকে শিক্ষক ও অপরদিকে থাকে শিক্ষার্থী। এই কারণে শিক্ষাকে দ্বিমুখী প্রক্রিয়া বলা হয়। বর্তমানে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কোনো কোনো শিক্ষাবিদ্ শিক্ষাকে ত্রিমুখী প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেন। কারণ, শিক্ষার্থী শিক্ষক ছাড়াও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিক্ষা পরিবেশ। পরিবেশের কথা বাদ দিয়ে শিক্ষার কথা ভাবা যায় না। তাই শিক্ষা ত্রিমুখী প্রক্রিয়া।

iv) শিক্ষা একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ঃ শিক্ষা হল একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল মনোবিজ্ঞান, শিক্ষণ ও শিখন কতকগুলি মনোবৈজ্ঞানিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতির উপর ভিত্তি করে শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর চাহিদা, মনোভাব, অনুরাগ প্রভৃতি বিবেচনা করে শিক্ষাপ্রক্রিয়া পরিচালিত হবে। আধুনিক এই সমস্ত ভাবনার মূল ভিত্তি হল মনোবিজ্ঞান তাই শিক্ষাকে একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলে বিবেচনা করা হয়।

v) শিক্ষা হল পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া ঃ শিক্ষা হল একটি সচেতন ও পরিকল্পিত প্রক্রিয়া, এটি একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া। এর কতকগুলি উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমগ্র শিক্ষা প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয় এবং শিক্ষার রূপরেখাটি গড়ে ওঠে। এই কারণে শিক্ষাকে উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া বলা হয়।

vi) শিক্ষা হল বিকাশের প্রক্রিয়া ঃ শিক্ষা হল একটি বিকাশের প্রক্রিয়া, শিক্ষার মূলে রয়েছে ব্যক্তি ও সমাজ। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজে বিকাশ। ব্যক্তির বিকাশ বলতে ব্যক্তির সার্বিক বিকাশকে বোঝায়। যথা–দৈহিক, মানসিক, সামাজিক প্রাক্ষোভিক, বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও নান্দনিক চেতনার বিকাশ। এই বিকাশ সারাজীবন ধরে চলতে থাকে।

vii) শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ঃ শিক্ষা হল অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থী জন্ম থেকে মত্যু পর্যন্ত জীবন পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চালিয়ে যায় এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই জীবন অভিজ্ঞতাই শিক্ষা, পরিস্থিতি ও জীবনের নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়। এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতিবিধানের জন্য, নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার সংগঠনটিকে পুনর্গঠন করতে হয়।

viii) শিক্ষা হল সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া ঃ প্রতিটি সমাজের নিজস্ব জীবনধারা আছে। একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের নবীন সদস্যরা তাদের সামাজিক জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজের সমাজের উদ্দেশ্য, আদর্শ, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, বিধিনিষেধ, উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে। এই কারণে শিক্ষাকে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করা হয়।

ix) শিক্ষা হল জীবনকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া ঃ শিক্ষা হল জীবনকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া। শিক্ষা হল বাস্তব জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষা শিক্ষার্থীকে জীবন সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। শিক্ষার্থী যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হয় শিক্ষা এই সমস্যার মোকাবিলা করতে সহায়তা করে।

x) শিক্ষা হল একটি গতিশীল প্রক্রিয়া ঃ শিক্ষা হল একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি শিক্ষাব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় তবে সেই পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। এই কারণেই শিক্ষাকে গতিশীল প্রক্রিয়া বলা হয়।

শিক্ষার প্রকৃতি আলোচনা করলে আমরা জানতে পারি যে, শিক্ষা শিশুর জীবনের সঙ্গে অতপ্রতোভাবে জড়িত। শিক্ষা শিশুর জন্মাবার পর থেকে শুরু হয় এবং জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে শিশুর স্বার্থক সংগতিবিধানে সহায়তা করে।

পরিধি (Scope)

মানুষের শিক্ষা চলতে থাকে জীবনকালব্যাপী। তার বেঁচে থাকার মধ্যেই শিক্ষাপ্রক্রিয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বলা যায় যে, শিক্ষার প্রক্রিয়া এবং জীবনের প্রক্রিয়া মোটেও পৃথক নয়। শিক্ষার অন্যতম কাজ মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা, সমাজকল্যাণ, সমাজের অগ্রগতি ও সমাজসংস্করণ এবং এগুলি শিক্ষার আওতার মধ্যেই পড়ে। শিক্ষার পরিধি বিশাল ও ব্যাপক এবং এটি মানবজীবন, মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। শিক্ষার পরিধিকে আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে আলোচনা করতে পারি–

1) প্রয়োগমূলক শিক্ষাবিজ্ঞান (Applied aspect) : শিক্ষাবিজ্ঞান কেবলমাত্র কতকগুলি তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না। এর একটা প্রয়োগমূলক দিকও আছে। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণসাধনের জন্য ব্যক্তির আচরণকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তা পরীক্ষনিরীক্ষা করাটাই হল শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম কাজ।

2) শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical foundation) : শিক্ষার তত্ত্ব ও পরিকল্পনা গঠনের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। দর্শনে ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ প্রভৃতি মতবাদগুলি বিচার করে শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু কী হওয়া উচিত তা নির্ণয় করতে হবে।

3) শিক্ষার সমাজতত্বমূলক ভিত্তি (Sociological foundation) : ব্যক্তির উন্নয়ন শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। তেমনি ব্যক্তিকে সমাজোপযোগী করে গড়ে তোলাটাও শিক্ষার আরও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ব্যক্তির শিক্ষা কীরূপ হলে সমাজের উন্নতি হবে তা নিয়ে আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞান। তাই শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিদ্যা শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভূক্ত।

4) মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ (Overal development) : মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই হল শিক্ষা। সর্বঙ্গীণ বিকাশ বলতে তার দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিককে বোঝানো হয়েছে।

5) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (Educatinal psychology) : শিক্ষার অন্যতম ক্ষেত্র হল শিক্ষা-মনোবিদ্যা। শিক্ষা-মনোবিদ্যার সাহায্যে শিক্ষণ-শিখনকালীন উদ্ভূত নানান প্রকার সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব হয়। এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর মধ্যেকার বিভিন্ন সম্ভাবনার বিকাশসাধন সম্ভব হয়। শ্রেণি শিক্ষাদান ও নির্দেশনার দ্বারা শিক্ষার্থীর প্রভূত উন্নতিসাধানে শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

6) সংগতিবিধান (Adjustment) : মানুষ প্রতিনিয়ত পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধান করেই চলেছে। এই নতুন নতুন উদ্দীপকের সঙ্গে অভিযোজিত হওয়ার প্রক্রিয়া হল শিক্ষা। অর্থাৎ, শিশুর সংগতিবিধান হল শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভূক্ত।

7) পরিবেশ শিক্ষা (Environmental education) : আমরা আমাদের চারপাশের জৈব পরিবেশের সাহায্যে বেঁচে আছি। পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে আমরা চারপাশের পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে রাখতে পারব এবং আমরা জীবনযাত্রার মানকে আরও উন্নত করতে পারব। তাই পরিবেশ রক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভূক্ত।

8) ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সঞ্চালন (Presevation of heritage and culture) : সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সঞ্চালন এবং তার মধ্য দিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সমাজের কল্যাণসাধান করা শিক্ষার কাজ।

9) রাজনীতি ও অর্থনীতি (Politics and economics) : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয় জনতার ভোটের দ্বারা। জনগণ যদি যথার্থ শিক্ষা পায় তাহলে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করে দক্ষতার সঙ্গে দেশ চালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। একজন শিক্ষিত লোক দেশের সত্যিকারের মানবসম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

10) মূল্যবোধের শিক্ষা (Value of education) : প্রতিটি মানুষের একটি নৈতিক ও চারিত্রিক সত্তা বিদ্যমান। সেটাকে আরও সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত করে এবং শুভ মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে শিক্ষা।

11) মূল্যায়ন (Evaluation) : কীভাবে একজন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হবে, তার একটি স্কেল তৈরি করে তাকে

পরিমাপ করা হবে, কীভাবে তার মধ্যেকার সমস্যার পরিমাপ করতে হবে ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

12) বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষা (Education for learner with special abilities) : বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন শিশুর মধ্যে যারা পড়ে, তাদের মধ্যে অত্যন্ত যোগ্যতাম্পন্ন শিশু বোঝায় আবার পিছিয়ে পড়া শিশুও বোঝায়। উভয়ের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করে শিক্ষাবিজ্ঞান।

13) বিভিন্ন শাখার জ্ঞান (Knowledge of different fields) : একবিংশ শতকের আধুনিক সমাজজীবনে বিজ্ঞান নিয়ে এসেছে প্রযুক্তির নানান সম্ভার। বিভিন্ন বিষয়কে বিভেদীকরণ করে সমৃদ্ধ হচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা। সামগ্রিক জ্ঞান আহরনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ও মাসিক বিকাশ আরও উন্নত হয়েছে।

বিশ্বায়নের যুগে আজ আমরা বিশ্বনাগরিক। মানবজীবনের ভূমিকা আজও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার পরিধিও সীমা ছাড়িয়ে কোন্ দিকে চলেছে তা মানুষের অজানা। মানুষ সবসময় সচেষ্টা উদ্ভুত সমস্যার সমাধানে এবং জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, এর জন্য চাই শিক্ষা। এই কারণে শিক্ষার পরিধি সীমাহীন হয়ে চলেছে।

প্রশ্ন ঃ শিক্ষামূলক অধ্যায়নের কয়েকটি দিক উল্লেখ করো ।

উঃ আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে, আমরা দেখতে পাই যে শিক্ষাগত অধ্যয়ন শিক্ষার বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভূক্ত করে যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীর শিক্ষা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষাদানের প্রশিক্ষণ এবং গতিশীল ক্লাসরুম। শিক্ষাগত অধ্যয়নের দিকগুলির সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিম্নরূপ –

এই জন্য শিক্ষাগত দর্শন বিবেচনা করে যাতে শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার প্রকৃতি, শিক্ষার গুরুত্ব এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যকারিতা নির্ধারণ করা যায়।

শিক্ষার মূল লক্ষ্য শিশুর বিকাশ। মনোবিজ্ঞান শিশুকে আরও ভালভাবে বুঝতে এবং শারীরিক, মানসিক, সামাজিক সামঞ্জস্য, পৃথক, পৃথক, ব্যক্তিত্বের চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশে সহায়তা করে। মনোবিজ্ঞানে মনোযোগ আকর্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বাড়ানোর উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি বোঝার ক্ষেত্রেও সাহায্য করে। এই দিকটি শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

শিশুর পাশাপাশি একজন শিক্ষক, বৃহত্তর সমাজে বাস করে, যখন শ্রেণিকক্ষ একটি ক্ষুদ্র সমাজ। শিক্ষাগত সমাজ সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক ও সমাজের আন্তঃনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রকারের দিকে নজর দেয়।

শিক্ষাগত অধ্যয়ন প্রকৃতির বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ, এর লক্ষ্য, শিক্ষাদানের নীতি পদ্ধতি, অধ্যয়নের উপাদান ইত্যাদির প্রকৃতির দিকটি দেখার চেষ্টা করে। শিক্ষার ইতিহাস শিক্ষাগত অধ্যয়নের দ্বারা বিবেচনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

শিক্ষাগত অধ্যয়ন জ্ঞানের চাহিদা, জাতীয় এবং বৈশ্বিক ক্ষেত্রে সুযোগ সন্ধান করার চেষ্টা করে। শিক্ষার অর্থনীতি ও সন্দেহভাজন হিসাবে রয়েছে যা দেখতে হবে।

সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষকের ভূমিকাও পরিবর্তিত হয়েছে। শিক্ষার পদ্ধতিও পরিবর্তন হচ্ছে তীব্র গতিতে। শিক্ষাদানের দক্ষতা এবং দক্ষতার প্রয়োজনকে সতেজ করতে হবে, শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে। শিক্ষাগত অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে এই দিকটি।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাগত অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সমাজ, জাতি তথা সমগ্র মানবজাতির অগ্রগতির জন্য ক্রমাগত পুনর্বিবেচনা ও গবেষণা করার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ শিক্ষা এবং সমাজ কীভাবে সম্পর্কিত ?

উঃ শিক্ষা এবং সমাজ উভয়ই আন্তঃসম্পর্কিত বা আন্তঃনির্ভর কারণ উভয়ই পারস্পরিকভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করে অর্থাৎ প্রশংসামূলক। শিক্ষা ছাড়া কীভাবে আমরা একটি আদর্শ সমাজ গড়তে পারি এবং সমাজ ছাড়া কীভাবে আমরা শিক্ষা

ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত করতে পারি তার মানে দুটোই বোঝা দরকার। শিক্ষা ব্যক্তিকে কীভাবে বাঁচতে হবে, কীভাবে আচরণ করতে হবে, কীভাবে সংগঠিত করতে হবে, তাদের জীবনের সবকিছু শিখতে সাহায্য করে। তাই এটি একটি মাধ্যম যা সমাজে পরিবর্তন আনে বা আমরা এক লাইনে বলতে পারি শিক্ষা একটি সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম। আবার সমাজ সুগঠিত হলে এবং আদর্শ থাকলে তা শিক্ষাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে। সমাজ কাঠামো সাধারণ ধর্ম, জীবনযাপনের পদ্ধতি, সমাজের সদস্যদের দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতিতে নির্মিত হয় এবং এর কিছু ভাল আদর্শ রয়েছে যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাহায্য করে।

শিক্ষার উপর সমাজের নির্ভরতা ঃ শিক্ষার ওপর সমাজ বিভিন্নভাবে নির্ভর করে। যেমন–

১) সমাজসংরক্ষণ ঃ প্রত্যেকটি দেশের সমাজ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য শিক্ষার ওপর নির্ভর করে। কারণ শিক্ষা সমাজের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে বিভিন্ন ধরনের পাঠক্রম রচনা করে। সেই পাঠক্রমে স্থান পায় সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থীরা যখন বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে, তখন সমাজের সেইসব বিষয় সম্পর্কে তারা জ্ঞানলাভ করে এইভাবে শিক্ষা সমাজের বিভিন্ন বিষয় সংরক্ষণ, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের পর তাকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সঞ্চালিত করে।

২) সমাজসংস্কার ঃ বর্তমানে শিক্ষা সমাজসংস্কারের কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা আধুনিক বিজ্ঞানপ্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারগুলিকে সংশোধন করে শিক্ষার্থী তথা জনগণের কাছে তুলে ধরে। অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে বাদ দিয়ে আগামীদিনের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যপূর্ণ বিষয়গুলিকে সংরক্ষণ করে।

৩) সামাজিক সমস্যার সমাধান ঃ জটিল সামাজিক পরিবেশের পরস্পরবিরোধী চিত্র ও চরিত্র মানুষের মনে বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে। অনেক সময় সমাজজীবনের নানান সমস্যা এসে হাজির হয়। গুরুতর সমস্যা থেকে সমাজকে বাঁচাতে হলে দরকার জনগণকে সে সম্বন্ধে সচেতন করা। এই কাজে সবচেয়ে উপযুক্ত হল শিক্ষা।

৪) আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঃ শিক্ষার্থীদের একটা বড়ো অংশ বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে বৃত্তি জগতে প্রবেশ করে। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি একদিকে যেমন অধিক উপার্জন করে, তেমন উৎপাদনে উৎকর্ষ নিয়ে এসে সমাজের আর্থিক উন্নয়নে সাহায্য করে। অর্থাৎ শিক্ষা আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সমাজের ওপর শিক্ষার নির্ভরতা ঃ সমাজের ওপর শিক্ষা ও নানাভাবে নির্ভর করে থাকে যেমন–

১) কর্মসূচি নির্ধারণ ঃ শিক্ষা সমাজের প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়েছে, তাই বিদ্যালয়কে সমাজের ওপর নির্ভর করতে হয়। শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির মধ্যে একটি হল সমাজ সংরক্ষণ করা। তাই সমাজের সকল প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখেই শিক্ষার পাঠক্রম নির্ধারিত হয়।

২) পরিবর্তনশীল সমাজ ঃ সমাজ পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ কার জন্য শিক্ষার সমস্ত ধরনের কার্যাবলির পুনর্বিন্যাসের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, শিক্ষাকে সবসময় সমাজের সঙ্গে সংগতি রেখে চলতে হয়। সমাজ এবং শিক্ষা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। তাই এই দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ শিক্ষা শব্দটি যে সকল পদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা উল্লেখ কর।

উঃ শিক্ষা শব্দটি সংস্কৃত 'শাস্' ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার অর্থ হল শাসন, নির্দেশ, আজ্ঞা, নিয়ন্ত্রণ, তিরস্কার, শাস্তিদান ইত্যাদি। শিক্ষার আর একটি যথার্থ অর্থ হল-'বিদ্যা', এটি 'বিদ্', ধাতু থেকে এসেছে। বিদ্ বলতে 'জানা' বা 'জ্ঞান' আহরণ করা'কে বোঝায়। শিক্ষা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Education । এই শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ থেকে। লাতিন ভাষায় তিনটি মৌলিক শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা–Educare, Educere এবং Educatum।

Educare শব্দের অর্থ হচ্ছে লালনপালন করা (To rear up), প্রতিপালন করা (To bring up)। অর্থাৎ, শিশুকে আদরযত্নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

Educere-এ 'E' মানে মধ্য হতে (Out of বা from) এবং 'Ducere' মানে বাইরে আনা, বাইরে পরিচালিত করা (to lead out) সুতরাং 'Educere' শব্দের পরিপূর্ণ অর্থ হল ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসা বা অন্তর্নিহিত শক্তি বা গুণাবলির

বিকাশসাধনে সহায়তা করা।

Educatum শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রশিক্ষণের নিয়ম বা রীতি (the act of training)।

এই শব্দ তিনটির মধ্যে 'Educere' ও 'Educatum' শব্দ দুটিতে কিছুটা সংকীর্ণতা আছে। এদিক দিয়ে Educae শব্দটি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ঃ শিক্ষাগত অধ্যায়ন কি?

উঃ শিক্ষাগত অধ্যয়ন হল অধ্যয়নের একটি ক্ষেত্র যা এটির অবস্থান কীভাবে ঘটে তা দেখার চেষ্টা করে। এটি ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা এবং স্কুলের জটিলতা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি গড়ে তুলতে চায়। শিক্ষা যেভাবে সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির বিস্তৃত পরিসরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে সে সম্পর্কে সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা বিকাশ করতেও এটি ক্লান্তিকর। এটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার শৃঙ্খলা অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করে কারণ এটি অন্যান্য মহানুভব কলা বা সামাজিক বিজ্ঞান শৃঙ্খলার সাথে সম্পর্কিত।

শিক্ষাগত অধ্যয়ন পদ্ধতিগত প্রক্রিয়াটি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে যার মাধ্যমে একটি শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং ইতিবাচক মনোভাব অর্জন করে। এটি শেখার এবং শেখানোর বিভিন্ন পদ্ধতি, বৃদ্ধি এবং বিকাশের পর্যায়গুলি দেখার চেষ্টা করে।

শিক্ষাগত অধ্যয়ন হল একটি আন্তঃবিষয়ক ক্ষেত্র যা শিক্ষাগত গবেষণা, নীতি, তত্ত্ব, শিক্ষাবিদ্যা এবং সম্পর্কিত অনুশীলনগুলি পরীক্ষা এবং মোকাবিলা করার জন্য গুণগত, পরিমাণগত এবং মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করে।

প্রশ্ন ঃ সামাজিকীকরণ কি?

উঃ মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার প্রয়োজনে অনেক কিছু শিখতে হয়। এ শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রথমে তার মা-বাবা, পরিবারের সদ্যসরা, প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন এবং পরবর্তীতে তার শিক্ষক, সহযোগী, চেনা অচেনা অনেকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ শিক্ষণ প্রক্রিয়া মানব শিশুকে ভাষা, আচার আচরণ, প্রথা, পদ্ধতি, মূল্যবোধ, আদব-কায়দা ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করানোর মাধ্যমে তাকে সামাজিক মানুষ হয়ে উঠতে সহায়তা করে। জীবনব্যাপী চলতে থাকা এই শিক্ষণ প্রক্রিয়াকেই সামাজিকীকরণ বলে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া একটি জীবনব্যাপী এবং বহুমুখী প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ পুরোপুরি সামাজিক মানুষ হিসেবে পরিণত হয়। সামাজিকীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব শিশু সমাজের একজন কাঙ্ক্ষিত পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসেবে গড়ে ওঠে। সামাজিকীরণ ছাড়া ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিত্ব লাভে ব্যর্থ হয় এবং সমাজে সে একজন যোগ্য ও উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না।

সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিসের মতে, ''সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি পুরোপুরি সামাজিক মানুষ পরিণত হয়।''

অগবার্ন নিমকফ বলে, ''সামাজিকীকরণ ছাড়া সমাজে জীবনযাপন একেবারেই সম্ভব নয় এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশার সামাজিক মূল্য বজায় রাখে।''

প্রশ্ন ঃ মিথস্ক্রিয়া কি?

উঃ মিথস্ক্রিয়া যোগাযোগ এবং সম্পর্কের বিকাশে সহায়তা করে। মিথস্ক্রিয়া হল প্রতিক্রিয়ার একটি ব্যবস্থা যা ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়কেই পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। মিথস্ক্রিয়াগুলির সামাজিক মনোভাব এবং আচরণে পরিবর্তন আনে। মিথস্ক্রিয়া